Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪, সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় শ্রাবণ, ১৪৩১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০২৪ (সম্পাদকীয়)	৩
ভোলানাথ সামন্ত	৪
গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি	
দেবব্রত মান্না	৭
প্রসঙ্গ যখন বৃত্তিগত শিক্ষা, বৃত্তি যখন গ্রন্থাগারিকতা : কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে	
অর্পিতা দত্ত (দে)	১৫
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার উৎপাদনশীলতা পরিমাপের জন্য ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের (IRINS) তথ্য পর্যালোচনা	
পুস্তক পরিচয়	২৩
FORM-IV	২৪
English Abstract (Vol.-73, No.5, August2023)	২৫

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহ-সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০২৪।।

ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক, জাতীয় অধ্যাপক ড. শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের ১৩৩তম জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ১৮ই অগস্ট, ২০২৪ (রবিবার) সকাল ৯.০০ টায় শিবানন্দ সভাগৃহে, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা, ৩৫তম ''গ্রন্থাগারিক দিবস'' পালিত হতে চলেছে। আয়োজক হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরি এণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার) এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি। ২০২২ এবং ২০২৩ সালে রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা ভালো ছিল না। কারণ বহু গ্রন্থাগার বন্ধ, কিছু কিছু গ্রন্থাগার আংশিক বন্ধ, গ্রন্থাগারের সম্পদ নষ্ট হতে চলেছে, গ্রন্থাগারগুলির শারীরিক অবস্থার বহুদিন যাবৎ কোন চিকিৎসা হচ্ছেনা। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যাঁদের বেশি প্রয়োজন ছিল তারা গ্রন্থাগার কর্মী। গ্রন্থাগারগুলিতে বহুদিন যাবৎ গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব অনুভূত হচ্ছে। বহুদিন যাবৎ শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ৭৩৮ টি শূন্যপদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হতে চলেছে। তার জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখনও ৭৩৮ টি পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। বেশ কিছু জেলার আবার কিছু কিছু শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া অর্থাৎ লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। যদিও কিছু জেলায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি ওবিসি নিয়েও একটি বিজ্ঞপ্তি জারী হয়েছে। জানিনা এটি বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন জটিলতা তৈরি করবে কিনা? ৭৩৮টি পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার পর থেকে প্রায় ৩ বছর (তিন বছর) অতিক্রান্ত হতে চলছে কিন্তু এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলো না। বোঝা যাচ্ছে না কবে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে। এখনও বহু শূন্যপদে নিয়োগ বাকি আছে।

গ্রন্থাগারিক দিবসে যেমন গ্রন্থাগারিকরা (কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত) উপস্থিত হন তেমনি পাঠক, গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, প্রকাশক সংস্থার ব্যক্তিরা এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীরা ও উপস্থিত হন। এবারের আলোচ্য বিষয় ''বিনোদনমূলক পাঠ কি শুধু সময়ের অপচয়''। আলোচক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী নন্দিতা বাগচি, বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশক অধ্যাপক অনিল আচার্য এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন ড. বিনোদ বিহারী দাস, প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা। গ্রন্থপাঠ কখনও সময়ের অপচয় নয়। সেই গ্রন্থপাঠ শিক্ষামূলক হোক বা বিনোদনমূলক হোক। গ্রন্থপাঠে কি লাভ হলো অর্থাৎ সেটি কি কাজে লাগলো তার উপর নির্ভর করে সময়ের মূল্যায়ন করাটা মনে হয় যুক্তিযুক্ত নয়। প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। সেই নিয়ে ক্রমাগত চর্চা চলছে। আলোচনা চলছে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার। কিন্তু সম্প্রতি একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে (১০.০৭.২৩) একটি খবর প্রকাশিত হয়, যার শিরোনাম ''প্রায় ১৩ লক্ষ পড়ুয়া গেল কোথায়?'' ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে চলতি বছর পর্যন্ত ১৩ লক্ষের মতো পড়ুয়া একাদশ থেকে দ্বাদশে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। এ বার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ তাদের ফের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শুরু হওয়া উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ দিতে চায়। কিন্তু ওই ১৩ লক্ষ পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র দেড় হাজার পড়ুয়া নাম নথিভুক্ত করেছেন। এনিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চিন্তিত। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যদি ছাত্র/ছাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে অপ্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা কোন অবস্থাতে বিরাজ করবে তা সহজেই অনুমেয়। তখন হয়তো ধারণা জন্মাবে বিনোদনমূলক পাঠে সময়ের অপচয়। শিক্ষা ব্যবস্থার ও পরিবর্তন দরকার। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থাগারে আবার জন সমাগম হবে। গ্রন্থাগারগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি

ভোলানাথ সামন্ত*

গ্রন্থাগারিক, রামানন্দ সেন্টিনারি কলেজ, লৌলাড়া, পুরুলিয়া

ভূমিকা:

গুনীব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবন, জীবিকা ও তার সৃষ্টির বহুধারা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন লেখনীর পাশাপাশি ছিলেন দার্শনিক, সুরকার, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, গায়ক, পরিচালক প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ যেমন, কবিতা, প্রবন্ধ, ঠিকানা, চিঠিপত্র, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস ও বিভিন্ন বক্তৃতা ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সবসময় ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের উপর জোরদেন, যা মানুষ উন্মুক্ত পরিবেশ থেকে লাভ করবে। এই শিক্ষা হবে ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সার্বিক বিকাশ। বিভিন্ন সৃজনশীল শিক্ষা ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মানুষের শিক্ষাকে তার লক্ষ্যের সাথে যুক্ত করলে তা সফলতাকে তরান্বিত করে।

বিভিন্ন দার্শনিকের মতে পশ্চিমীদেশে যেদিক থেকে জন ডিউই খ্যাত, তেমনি প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ''আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র শুধু ভারতের বৌদ্ধিক জীবনের কেন্দ্র নয়, তার অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হওয়া উচিত, এটিকে অবশ্যই জমিচাষ করতে হবে, গবাদি পশুর প্রজনন করতে হবে, নিজের এবং তার ছাত্রদের খাওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি তৈরি করতে হবে, বিজ্ঞানকে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে। এর অস্তিত্ব নির্ভর করবে সমবায় নীতির উপর এবং শিল্প উদ্যোগের সাফল্যের উপর, যা শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি জীবন্ত ও সক্রিয় মেলবন্ধনে একত্রিত করবে। এটি আমাদের প্রায়োগিক শিল্প প্রশিক্ষণ দেবে, যার উদ্দেশ্য মুনাফার লাভ নয়।'' তার সৃষ্টি সবসময় প্রকৃতি ও স্থানীয় মানুষের জীবন, জীবিকা ও বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

উদ্দেশ্য:

- গ্রন্থাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বোঝার জন্য।
- গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিকগুলির সাথে রবীন্দ্রনাথের ধারনাকে সম্পর্কিত করা।
- গ্রন্থাগারের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা মূল্যায়ণ করা।

পর্যালোচনা:

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল ''গ্রন্থাগার'' (১৯০৮), এবং ''গ্রন্থাগারিকের মুখ্য কর্তব্য।'' রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য উক্তিগুলি হলো—

- মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!
- বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

* দূরভাষ - ৮২৫০০ ৭৮৪৮০

- লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

- শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ ও স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছেন।

- অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনোদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ, সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

- দেশ-বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকবি!

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও বক্তৃতা থেকে যে সব বক্তব্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে প্রকাশিত হয় তা হল —

- ❖ গ্রন্থাগার বিভিন্ন শিক্ষাবিদের দান করা বই দিয়ে সাজানো হয়।

- ❖ গ্রন্থাগার হবে বইয়ের গুদামঘর এবং গ্রন্থাগারিক হবে বইয়ের দোকানদার। এই গ্রন্থাগার সঠিক পদ্ধতিতে সংগঠিত থাকবে।

- ❖ ভাল বা খারাপ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকের কাজের দক্ষতার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে।

- ❖ গ্রন্থাগারিক কেবল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে হয় না, গ্রন্থাগারিকের উচিত, ব্যবহারকারীদেরকে বই পড়ার জন্য আমন্ত্রণ পত্র জানানো ও নতুন বই সম্পর্কে জানানো।

- ❖ গ্রন্থাগারিকের সাম্প্রতিক প্রকাশনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, সাম্প্রতিক চাহিদানুযায়ী গ্রন্থ নির্বাচন করতে হবে।

- ❖ ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বইয়ের বিষয়বস্তু হবে স্পষ্ট, তা না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের সম্পর্কে পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

- ❖ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বইগুলিকে ভালোভাবে যত্নে মূল্যবান র‍্যাকে রাখতে হবে, কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার ছাড়া তা অর্থহীন।

- ❖ রবীন্দ্রনাথের মতে পাঠকরাই যে গ্রন্থাগার তৈরি করে, তা সম্পূর্ণ নয়, গ্রন্থাগারও পাঠক তৈরি করে।

গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার ও পাঠকের মধ্যে যাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে।

- ❖ বই এমন একজন ভালো বন্ধু যা অজানা বিষয়কে জানতে সাহায্য করে, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে, ব্যক্তির চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামের সার্বিক বিকাশের জন্য ১৯২৫ সালে শ্রীনিকেতনে 'চলন্তিকা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই লাইব্রেরি গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে সামঞ্জস্য

রেখে সমাজ গড়ে তোলার জন্য, ভারতের ইতিহাসে মোবাইল লাইব্রেরি হিসাবে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক বা অন্য কর্মী শ্রীনিকেতনের চলন্তিকা-এর প্রধান সংগ্রহ থেকে বইগুলি নিয়ে পায়ে হেঁটে সাইকেলে চেপে বা গরুর গাড়িতে বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে যেত।

উপসংহার:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বর্তমানে তার চিন্তাধারা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে অনুসরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের মতে একজন শিক্ষক সত্যিকারের শিক্ষা তখন দেন, যখন নিজে কিছু জানে বা শেখে। আধুনিক যুগে তাই গ্রন্থাগার কেবল একটি বই-এর কেন্দ্র নয়, এটি সমস্ত রকমের সম্পদের কেন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন, একটি সমাজ একটি আদর্শ সমাজ হিসাবে তখনই গড়ে ওঠে, যখন সেই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সম-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সমাজের তথ্যের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে এবং গ্রন্থাগারিক সমাজ ও গ্রন্থাগারের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে।

তথ্যসূত্র:

১. Ray, P.P.; Biswas, B.C.; Sen, B.K. (2012). Vision of library in Tagoreana: a study. SRELS Journal of Information Management, 49(2): 145-154.

২. Ray, Partha Pratim (2015). Ranganathan's Five Laws and Tagore's Vision of Library: A study. SRELS Journal of Information Management, 52(2): 3-23.

৩. Dey Dutta, Lopamudra (2017). Rabindranath Tagore and His Thought Regarding Library of Modern Times. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(8): 13-15.

৪. Basak, Madhusree (2018). Tagore's thought of Library Education and its Services: An Overview. International Journal of Library and Information Studies, 8(2): 55-59.

৫. https://www.tagoreweb.in/Essays/bichitro-prabondho-36/library

TI
TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9
Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

প্রসঙ্গ যখন বৃত্তিগত শিক্ষা, বৃত্তি যখন গ্রন্থাগারিকতা : কিছু অভিজ্ঞতার আলোকে

দেবব্রত মান্না
উপ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(রচনাটির একটি অংশ, একটু অন্য নামে, অন্য আঙ্গিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জেলা গ্রন্থাগারের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে তাদের প্রকাশিত এক স্মারক গ্রন্থে ২০০৭ সালে স্থানীয়ভাবে প্রকাশ পায়। তাদের অনুমতি নিয়েই আজ এত বছর পর, একটি অন্য আঙ্গিকে, আরও একটি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রচনাটিকে অন্যভাবে পরিবেশ করা হল।)

সেদিন তারিখটা ছিল ১০.০৭.২০০৩ : ঐ দিন আমি আমার প্রথম চাকরি, দার্জিলিং, লরেটো কলেজের গ্রন্থাগারিক পদ ছেড়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের অধীন 'ডাইরেকটোরেট অফ লাইব্রেরি সার্ভিসেস' বা গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের (রচনায় পরে যা শুধু 'অধিকার' হিসেবে ব্যবহৃত) সহ-অধিকর্তা পদে যোগদান করলাম। এসে দেখছি, মোটামুটি হাজার স্কোয়ার ফুটের সেই সরকারি অফিসে তখন অধিকর্তা, শ্রী কুমারকান্তি সেন, একজন সিনিয়র WBCS (Executive) অফিসার, আর একজন উপ-অধিকর্তা, আমাদের বৃত্তির, ড. স্বপ্না রায় (রচনায় পরে যিনি প্রথামত শুধু 'দিদি' হিসেবে উল্লেখিত) আর জনা কুড়ি কর্মচারি। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর পরই একটি মহিলা কলেজে প্রায় সাড়ে তিন বছর গ্রন্থাগারিকের চাকরি করে, বিকাশ ভবনে এরকম একটি পূর্ণ সরকারি অফিসে। এর পরের কটা দিন অফিসে শুধু পূর্ণমন্ত্রী-রাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব-অধিকর্তা, বিভাগ-অধিকার, সরকারি-বেসরকারি, সরকার-পোষিত, সরকারি-সাহায্যপ্রাপ্ত ইত্যাদি বুঝতে বুঝতেই আমার প্রায় খারাপ অবস্থা, সবার সাথে ভালো করে আলাপ-পরিচয়ও হয়নি। যাই হোক, আস্তে আস্তে এই অবস্থা থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি ও সবে হয়তো কিছুটা আশার আলোও দেখতে পাচ্ছি।

এরপর তারিখ ১৬.১১.২০০৩ : অধিকর্তা শ্রী কুমারকান্তি সেন, হঠাৎ তাঁর ঘরে আমায় ডেকে, তাঁর সামনে বসা এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন — 'মান্না, তোমাদের অধিকারের পরবর্তী অধিকর্তা, উনি এখানে আসছেন। আমার কর্মজীবনের বিভিন্ন জায়গার উত্তরসূরী'। আমার নমস্কারের বিনিময়ে বললেন — 'আমি শ্রী নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল, আপনাকে আমি এর আগে অফিসের লিফ্‌টে দেখেছি। আপনাদের বিভাগেই ছিলাম। এখানে আসছি'। আপনার কাছে কিন্তু আমার একটা জিনিসের হাতেখড়ি হবে, কি বলুন তো? কম্পিউটার। কি শেখাবেন তো? পদমর্যাদার খাতিরে অমন একজন মানুষের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই এ ধরণের কথায় আমতা করে উত্তর দিয়েছিলাম — 'যা জানি স্যার, নিশ্চয়ই শেখাব, শুধু আপনি সময় দিতে পারলে হয়'। ভদ্রলোকের শেখার আগ্রহ দেখে নিজেকে সেদিন দুষেছিলাম।

তারিখ ১৮.১১.২০০৩ : এইদিন মণ্ডল সাহেব (রচনায় পরে 'স্যার' হিসেবেও বলা হয়েছে) অধিকর্তা পদে যোগ দিলেন। যোগদান করেই দিদি ও আমায় নিজের ঘরে ডেকে সামান্য আলাপচারিতার পরই বিভিন্ন ফাইলের বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। দেখলাম, অধিকারের অনেক বিষয়ে অনেক কিছু তিনি ইতিমধ্যে জানেন। বললেন — 'আগামীকাল সকাল এগারোটায় অধিকারের সকল কর্মীর সাথে একটু একসাথে বসতে চাই'। আদেশমত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তাঁকে জানানো হল। এরপর তিনি নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে পুরো অফিসটিই ঘুরে ফিরে দেখলেন। তারপর যে যার ঘরে। আমি তখন সোনারপুরে থাকি, যাতায়াত করি একটি বেসরকারি চাটার্ড বাসে। দিদিও তখন একইভাবে আসতেন বারাসাত থেকে।

যাইহোক, সেদিন স্টাফ মিটিং, এগারোটায় অধিকারের সবার সাথে মিটিং-এ বসলেন। এক এক করে সবার নাম-ধাম, কে কি কাজ করেন, সমস্ত কিছু জানলেন। উনি নিজে কি চান, তাও সবাইকে জানালেন। সবার সমস্যার কথাও শুনলেন। শুধু মন দিয়ে শোনা নয়, রীতিমত নোটবুকে লিখে রাখলেন। সবাইকে চা-খাইয়ে সেদিনকার মতো মিটিং শেষ হল। সভাশেষে দিদিকে বললেন, অধিকারের সবার জন্য নূতন

একটি ডিউটি চার্ট তৈরি করতে। সেইমত দিদি, আমি মিলে তা তৈরি করলাম। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম, স্যারের প্রায় প্রথম দিন থেকেই অধিকারের সবার নাম মুখস্থ, সবাইকে নাম ধরে ধরে ডেকে পাঠাতেন বা কাজের আদেশ দিতেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় এমনভাবে সব তথ্য-পরিসংখ্যান দিতেন, যাতে বিস্মিত হতাম, ঐ বয়সে স্যারের প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয়ে। ওনার বিশ্লেষণে আমরা সমৃদ্ধ হতাম।

ঠিক এই মানুষটাই কিন্তু, যেই কিনা বিকাশ ভবনের গেটে পা রাখতেন সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যেতেন। বিকাশ ভবনের দশতলায় লিফ্ট থেকে নেমেই বলতে শুরু করতেন — 'মান্না, আজ কিন্তু এইটা, এইভাবে করতে হবে'। অফিসে কখনও স্যারের পাঁচ মিনিট অবসরের সময় ছিল না। নিজের টেবিলে ফাইল জমে থাকাটাকে কোনদিন তিনি পছন্দ করতেন না। কোনো ফাইলের কোনো কাজের জন্য যাকে যেভাবে বললে কাজ হবে, ঠিক তাকে সেইভাবে ডেকে বলে দিতেন। অধিকর্তা হয়েও কাজের স্বার্থে অফিসের একজন সহায়কের টেবিলে গিয়ে আলোচনা করতে তিনি কখনও পিছপা হতেন না। শুধু নিজের টেবিল না, অন্যের টেবিলে ফাইল জমে থাকাটাকেও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সবাইকে বলতেন — 'আরে বাবা, না পারলে বা পেরে উঠলে, কিছু একটা লিখে আমার টেবিলে দিয়ে দিন না। লজ্জার কি'? একবার এক সহায়কের টেবিলে অনেক ফাইল জমে যাওয়ার খবর জেনে, এবং তাকে বলেও কাজ হচ্ছে না দেখে নিজেই একদিন তার চেয়ারের পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসে কাজ শুরু করে দিলেন। নিজে করলেন ও অন্যকে করিয়েই ছাড়লেন। নিজে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। ইংরেজি লেখাটা ছিল ওনার কাছে এক শিল্প। জানলাম, ব্যক্তিগত জীবনে উনি ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে বেশ কিছুদিন একটি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছিলেন। ফাইলের নোট থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিঠিপত্র, নানা সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি, ইংরেজিতে এত দ্রুত ও এত সুন্দরভাবে লিখতেন, মনে হত যেন অধিকারের সমস্ত নোট বা লেখালেখি, উনি একা লিখতে পারলেই বড্ড খুশি হন। অনেক সময় আমাদের অনেককেই ডেকে নিয়ে, কোনো একটি ফাইলের ইংরেজি নোট লেখার বয়ান, এইভাবে না হয়ে ওভাবে লিখলে আরও ভালো হয় জানিয়ে নিজে তা তৈরি করে দিতেন। অবস্থা বুঝে মাঝে মধ্যে আবার মজা করে বলে ফেলতেন — 'কি করব বলুন, শিক্ষকতার বিষয়টি এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারি নি'। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সারাদিন অফিসের এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর স্যার বাড়িতে গিয়েও, হয় নিজের বাড়িতে নয়তো পাশাপাশি কারও কোয়ার্টারে গিয়ে, তাদের ছোটো ছেলেমেয়েদের বিনে পয়সায় ইংরেজি পড়াতেন ও শেখাতেন। শুধু ইংরেজি না, নিজে যা জানতেন, সে যে বিষয়েই হোক, তা অন্যকে বসিয়ে, শিখিয়ে, বিলিয়ে তিনি সত্যিও খুব আনন্দ পেতেন।

অধিকারে তাঁর যোগদানের কিছুদিন পরেই শুরু হল আর এক নতুন কার্যক্রম — গ্রন্থাগার পরিদর্শন। তাঁর মতে শুধুমাত্র অধিকারের ঘরে বসে কাজ করে অধিকারের অধীন সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে যেমন প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা যায় না, তেমনি গ্রন্থাগার পরিষেবার মানেরও খুব একটা উন্নতিবিধান সম্ভব না। শুধু পেশা বা বৃত্তি নয়, প্রায় নেশার মতো চেপে বসলো গ্রন্থাগার পরিদর্শনের বিষয়টি। আর এই কাজে অধিকারে উপ-অধিকর্তার তখনকার তাঁর কাজের গুরুত্ব ও চাপের কথা মাথায় রেখে সঙ্গী করলেন আমাকে। সঙ্গী মানে একেবারে ছায়াসঙ্গী। গ্রন্থাগারে গিয়ে পরিদর্শনের সময় স্যারের মূর্তি যারা দেখেছেন, তারা বুঝেছেন, পরিদর্শন কাকে বলে। পরিদর্শনকালে যেমন ছিল তাঁর তৎপরতা, তেমনি ছিল গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয়ের খোঁজখবর নেওয়া, খোঁজ নিয়ে তা শুধু মাথায় রাখা না, রীতিমত নোটবুকে লিপিবদ্ধ করতেন। গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নে যেন নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। আমার নিজের ছোটোবেলায় স্কুলে পড়ার সময় বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিষয়টি এখনও বেশ মনে আছে। পরিদর্শকের সামনে সবকিছু সুন্দরভাবে চলছে ও তা দেখাতে, শুধু ঐ দিনটির জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। মজা করে স্যারকে তা উল্লেখ করলে উনি বলতেন — 'দেখুন মান্না, আমি ঠিক ঐভাবে পরিদর্শনে যেতে বা দেখতে রাজি নই। গ্রন্থাগারগুলিতে প্রতিদিন যা ঘটে, যা বাস্তব, আমি তাই দেখতে চাই'।

এত বড় এক অধিকারের অধিকর্তা বলে কথা, তাঁর আসার খবরে অনেক গ্রন্থাগারিক অতি উৎসাহে একটু ভালোমন্দ নানারকমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়তো করে ফেলতেন। স্যার কিন্তু এসবে ভীষণ রেগে যেতেন, বলতেন — 'এই খরচের পয়সা পাবেন কোত্থেকে? সরকার কি এর জন্য আপনাদের আলাদা করে পয়সা দেয়? আপনার বাড়িতে

যেদিন যাবো, সেদিন নিজের পয়সায় পারলে কিছু খাওয়াবেন, খাবো। কিন্তু দয়া করে অফিসে এসব করবেন না'। সময়, খরচ ও অধিকারের কাজের কথা মাথায় রেখে, এক একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি বড়জোর গড়ে ২৫ বা ৩০ মিনিট সময় দিতেন। তাতেই যেন তিনি ঝড় তুলে দিতেন। নিতান্ত জোর করলে সমস্ত গ্রন্থাগারকর্মীর সাথে বড়জোর মাটির ভাড়ে এক কাপ চা খেতে রাজি হতেন। তাতেও চলতো তাঁর সেকেণ্ডের হিসেব। কোনো একটি গ্রন্থাগার পরিদর্শনের শেষে চা আনতে দেরি হওয়ায় স্যার বলেছিলেন — 'চলুন মান্না, একটু এগিয়ে যাই না, রাস্তাতেই নিশ্চয়ই ঐ চায়ের দোকানটি পড়বে, আর একটি গ্রন্থাগারের কাছাকাছি কিছুটা তো এগিয়ে যাওয়া যাবে, সময়ও বাঁচবে'। মনে আছে ঐ গ্রন্থাগার কর্মীটির হাত থেকে সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনোমতে একটু চা খেয়ে ছুটেছিলেন অন্য আর এক গ্রন্থাগারে। অধিকর্তার কাণ্ডকারখানা দেখে সেদিনের সেই কর্মীটির চোখে বিস্ময় আজও আমার বেশ মনে আছে। যেদিন পরিদর্শনে বেরোতেন, রাত আটটা পর্যন্ত পরিদর্শনের পরে বাড়ি গিয়ে সেগুলির রিপোর্ট লিখে, পরদিন অফিসে এসেই টাইপ করিয়ে গ্রন্থাগারগুলিতে পরিদর্শনের রিপোর্টও পাঠাতেন। অফিসে টাইপিস্ট ও ইস্যু সেকশনও তখন প্রায় একপায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু তারাও কাজ করে বেশ আনন্দ পেতেন। গ্রন্থাগারে গিয়ে উনি যা দেখেছেন, তাদের কোথায় সাফল্য, কোথায় খামতি, কি কি করা উচিত, সমস্ত কিছুরই উল্লেখ থাকত তাঁর ঐ রিপোর্টে। এইভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার পেয়ে বসল মণ্ডল সাহেবকে।

গ্রন্থাগারে গিয়ে কোনো বিষয়গত ব্যাপারে বুঝতে অসুবিধে হলে পরের দিন করতেন — 'আচ্ছা মান্না, আপনাদের ঐ সূচিকরণ কি? বর্গীকরণ কি?' আরও কত কি তাঁর জানার বিষয়! আলোচনা করতে করতে এমন হল, কিছু দিনের মধ্যেই দেখলাম, স্যারের বেশ কিছু বিষয়ের বর্গীকরণ সংখ্যাও প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। সূচিকরণ কোডের ব্যাপারেও তিনি বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলেন। একবার একটি গ্রন্থাগারে গিয়ে পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ গ্রন্থাগারের তাক থেকে একটি বই বের করে নিয়ে এসে ফিসফিস করে আমায় বললেন — 'এই মান্না, বইটির ভুল সংখ্যা না?' হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে, প্রায় লাজুকভাবে উত্তর দিয়েছিলেন — 'আপনি যেভাবে শেখাচ্ছেন, তাতে অল্প-স্বল্প শিখছি মাত্র, কিন্তু কোনোদিন আপনাদের মত তো আর গ্রন্থাগারিক হতে পারবো না'। কোনো কারণে একবার গ্রন্থাগারের উপর কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে লেখার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থাগারের উপর লেখা অনেক বই স্যারকে এনে দিয়েছিলাম। দুদিন পরেই বইগুলি পড়ে ফেরত দিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি রঙ্গনাথনের জীবন ও Ranganathan's Philosophy-ও পড়ে ফেলেছিলেন। আর পড়ে খুব আনন্দও পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন।

স্যারের খুব ইচ্ছে ছিল গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে, তার কার্যকালের মধ্যে, অধিকারের অধীন সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করা। পরিদর্শনের ধরণ দেখে একদিন মজা করে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম — 'স্যার, পরিদর্শনের এই পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করলেন কিভাবে'? উত্তরে বলেছিলেন — 'সেরকম বিশেষ কিছু না। আমি ছিলাম রেলের অডিটর। এফ.সি.আই.-এর ডি. এম, ভিজিল্যান্সেও বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি। ওসব জায়গায় থেকেই অল্প কিছু শেখা'। কোনোরকম খবর না দিয়েই গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করতে গিয়ে, অনেকে স্যারকে সহসা চিনতে না পেরে, তাঁকে গ্রন্থাগারের অডিটর, সমাজ শিক্ষার অফিসার ইত্যাদি নানাভাবে ভেবেছেন ও বলেছেন। পরে জানতে পেরে তাঁরাও যেমন লজ্জা পেয়েছেন, তেমনি স্যারও এগুলিতে খুব মজা পেতেন দেখেছি।

কোলকাতার কাছাকাছি গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শন ছেড়ে এবার আসি, অন্যান্য জেলার গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শনের প্রসঙ্গে। বাইরে যাওয়া মানেই, স্যার চাইতেন কিভাবে সময় বিচারে, সবচেয়ে কম খরচে যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়া করা যায়। নিজে মিতাহারী ছিলেন। খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। কোলকাতার পাশাপাশি জেলা বাদে স্যারের পরিদর্শনের সঙ্গী ছিলাম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আরো কিছু জেলায়। ট্রেনের সাধারণ কামরায় অনেক সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে যাওয়া যায়'। হাওড়া স্টেশনের বড়ঘড়ি বা যখন যেখানে দাঁড়াতে বলতেন, সময়ের আগে গিয়েও দেখেছি, স্যার তারও আগে গিয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন। যাত্রাপথে উঠে আসতো অফিসের নানা সমস্যার প্রসঙ্গও। যে জেলায় যাচ্ছি, সে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের কি কি সাধারণ সমস্যা, কিভাবে সেগুলির সমাধান সম্ভব ইত্যাদি কত কি! জেলায় পৌঁছে স্টেশন নেমে থাকার জায়গায় ব্যাগপত্র রেখে, অনেক

সময় কোনোমতে একটু মুখ-হাতে জল দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি গ্রন্থাগার পরিদর্শনে। একবার মনে আছে, জেলায় পৌঁছে আমি স্নান করবার কথা বলতে প্রায় বিরক্তি সহকারে উনি বলেছিলেন — 'ওহ, এগুলো তো বাড়িতে সেরে আসতে পারতেন'। বুঝেছিলাম, সময়ের কি রকম পরিমাপ করে চলতেন স্যার। রাস্তায় যেতে যেতে কোনো পথের হোটেলে ঢুকে যা পেয়েছি, তাই খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছি। পরিদর্শন করতে করতে বাসায় ফেরার বা কোলকাতায় ফেরার হুশই থাকত না। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পরিদর্শন করতে করতে হঠাৎ স্যার একটু অসুস্থ বোধ করায় বলে ফেলেছিলাম — 'স্যার, আজ ফিরে চলুন। আজ আর না'। কিন্তু স্যারের 'না' বলার ধরণে আমি আর আপত্তি করতে পারিনি। পরের পর গ্রন্থাগারে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পর স্যার বলে ফেলেছিলেন — 'মান্না, সত্যি ঐ দিন ঐ সময়টায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য আমি কি সব করেছি মনে নেই, আমার কোন হুঁশ ছিল না'। বুঝেছিলাম কাজের জন্য নিজের শরীরকেও তিনি কোথায় রাখতেন। বাইরের জেলায় গিয়ে থাকার ব্যাপারে স্যার বলতেন — 'কি দরকার দুটো আলাদা ঘর নিয়ে? একটা ঘরেই দুটো খাটে দুজন থেকে যাবো।

এরকমই একবার কোচবিহার জেলা পরিদর্শনে গিয়ে সকাল সাড়ে নটায় সার্কিট হাউসে পৌঁছে দশটা থেকে পরপর নানা মিটিং; প্রথমে LLA (স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক) মেম্বারদের সঙ্গে, তারপর দু-দফায় গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে। তারপরেও একই গতিতে অক্লান্তভাবে চললো গ্রন্থাগার পরিদর্শন, রাতে রিপোর্ট তৈরি, ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার থেকে যখন বেরোচ্ছি, তখন রাত ১০টা, তখনও স্যারের আফশোষ, টার্গেটের থেকে দুটো কম লাইব্রেরি ঐদিন দেখা হল। রাত দেড়টায় অল্প কিছু রিপোর্ট লিখতে লিখতে যখন আমি ক্লান্ত, প্রায় ঢুলছি, আর পেরে উঠছি না, তখন নিজের প্রায় সব রিপোর্ট লেখা শেষ করে স্যার আমায় বললেন — 'চলুন শুয়ে পড়ি। কাল ভোর বেলায় বেড়াতে বেরোব'। পরের দিন আবার ভোর পাঁচটায় উঠে পায়ে হেঁটে কোচবিহার দর্শনে বেরোলাম। সময় বাঁচাতে কোনো ক্রমে বাসে করে বাসায় ফেরা হল। সাড়ে আটটায় গাড়ি বলা ছিল। কিন্তু স্যারের তাড়ায়, রাস্তার এক হোটেলে কোনোমতে ডালসেদ্ধ; আলুসেদ্ধ আর মাছ ভাজা খেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম আগের দিনের ঘাটতি মিটিয়ে গ্রন্থাগার পরিদর্শন শুরু করতে। তারপর সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় কোচবিহার ছেড়ে রাত আটটায় এন.জে.পি. থেকে দার্জিলিং মেল ধরলাম। গাড়িতে আসতে আসতে স্যার সেদিন বলছিলেন — 'আপনি তো রামকৃষ্ণ মিশনে পড়েছেন। জীবনটাকে আপনার এক এক সময় খুব ছোট মনে হয় না? চাইলে এই জীবনে কত কি করা যায় বলুন। কিন্তু সেই তুলনায় আমাদের সময় কোথায়? লোকের জন্য কত কি করা যায় বলুন। এই অধিকারেই কত কিছু করার আছে ভাবুন না। আসলে জানেন, কর্মসূত্রে যেখানে যেখানে যোগ দিয়েছি, সেখানে নিজের মতো করে অফিস গোছাতে গোছাতেই অনেক সময় চলে যায়। আসল কাজ আর কতটুকু করতে পারি। গ্রন্থাগারগুলোতে গিয়ে দেখছিলেন না, কত কিছু করার আছে আমাদের! মানুষ কত কিছু আমাদের থেকে চায়!' তাঁকে দেখে সেদিন বুঝেছিলাম দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা কাকে বলে।

আর একদিন, অধিকারের একজন সহায়কের মায়ের মৃত্যুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়ে অনুষ্ঠানস্থলের পাশেই একটি সাধারণ গ্রন্থাগার দেখতে পেয়ে স্যার দেখলেন এবং বসে রিপোর্টও লিখে ফেললেন। এমনি ভালোবাসতেন গ্রন্থাগারগুলিকে। তাঁর কার্যকালে কোনোদিন কাউকে কোথাও সময় দিয়ে, সেখানে তিনি নিজে, পরে হাজির হয়েছেন বলে দেখিনি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বা অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়ও দেখেছি, সময়জ্ঞান, পরিচালনা কাকে বলে। অফিসে কখনই টেলিফোন বিল নিতেন না। একদিন তা বলাতে উনি জানালেন — 'আরে দূর, আমার তো একটাই ফোন, সেখান থেকে অফিস ছাড়া বাড়ির সবার সাথেও তো কথা বলি, কিভাবে অফিসের বিল হিসেবে সেটাকে আলাদা করবো'? অফিস থেকে স্যার যখনই বেরোতেন, নিজের ঘরের, এমনকি ছুটির সময় অধিকারের কোথাও কিছু আলো পাখা জ্বালানো বা চালানো থাকলে, নিজের হাতে তা বন্ধ করে বেরোতেন। লজ্জায় মাথা কাটা যেত। বলতেন — 'বাড়িতে তো সাশ্রয়ের জন্য সময় মতো আমরা আলো পাখা জ্বালাই নেভাই, এখানে কেন করব না'? এমনই নির্লোভ ছিলেন তিনি, এমনই ছিল তাঁর সততা, তাঁর জীবনদর্শন। অপচয় তো দূরের কথা, সবসময়ই তিনি চাইতেন সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার। আজকে, চারদিকে যখন কোনো সরকারি অফিসার বা কর্মচারিদের নিয়ে কোনো খারাপ খবর দেখি বা শুনি, মন খারাপ হয়, কিন্তু চোখে তখন ভেসে ওঠে ওনার মুখ, মনে হয়

আমি তো ওনাকেও দেখেছি।

মনে পড়ছে, একদিন হঠাৎ রাজ্যের কোনো এক প্রাক্তন মন্ত্রী মারা যাওয়ায় ও রাজ্য সরকার অর্দ্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করায়, অধিকারের ও পাশাপাশি অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা সবাই বাড়ি চলে গেছেন; কাজ থাকায় আমি, দিদি ও স্যার রয়েছি যে যার ঘরে। হঠাৎ দেখি স্যার, আমার ঘরে এসে হাজির, বললেন — 'কেউ মারা গেলে তার স্মরণে আমরা ছুটি ভোগ করি কেন? আমার তো মনে হয় তার স্মরণে ঐ দিনটিতে আরও বেশি বেশি করে কাজ করা উচিত'। এইভাবে তিনি বিষয়গুলি ভাবতেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সাগর এলাকার নিতান্ত এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক তরুণের, শুধুমাত্র সততা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ইত্যাদির জোরে সেদিনের সেই গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের যে অধিকর্তাকে পেয়েছিলাম আমরা, তার অপরিমেয় প্রভাব আছে ও থাকবে আমার জীবনে। একদিন গাড়িতে উঠে স্যারকে অনুরোধ করলাম, বিকাশভবনের ব্যাঙ্কের পাশে ATM কাউন্টারের সামনে দুমিনিট একটু দাঁড়ানোর জন্য। শঙ্কর গাড়িটা থামাল। নেমে প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যেই টাকা নিয়ে ফের গাড়িতে উঠেছি। স্যার বললেন — 'টাকা নিলেন না'? আমি বললাম — 'হ্যাঁ স্যার, এই তো নিলাম'। স্যার অবাক হয়ে বললেন — 'সে কি, এই গেলেন, এলেন, আর টাকা পেয়ে গেলেন'? বললাম — 'হ্যাঁ স্যার, কেন, আপনার ATM কার্ড নেই'? প্রায় লজ্জা পেয়ে স্যার বলেছিলেন — 'টাকা-পয়সা সমেত বাড়ির সমস্ত কিছু সামলায় আপনার বৌদি। আমি এসবের মধ্যে থাকিনা'। বুঝেছিলাম, স্যারের জীবনযাপনের ধরণ কিরকম। এটা ঠিক, একটা মানুষে মন বুঝতে আরেকটা মানুষের সারা জীবন কেটে যায়, তাও হয়তো বোঝা যায় না।

এভাবেই বেশ এগোচ্ছিল আমাদের বর্ণময় দিনগুলি। চলছিল টার্গেট করে করে আমাদের অধিকারের কাজকর্ম, নতুন নতুন প্রকল্প, স্যারের গ্রন্থাগার পরিদর্শন, তার রিপোর্ট দেওয়া-নেওয়া, গ্রন্থাগার পরিচালক ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি। এইভাবে অধিকারের সাথে গ্রন্থাগারগুলোরও সমস্ত বিষয়েই যখন একটা বেশ গতি পেতে শুরু করেছে, হঠাৎ একদিন সকালবেলা, স্যারের গাড়ি চালক শঙ্কর ফোন করে আমায় জানাল — 'স্যার, সাহেব অসুস্থ, হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন, আজ অফিসে আসতে পারবেন না। ম্যাডাম আপনাকে একটু খবর দিতে বলেছেন'। তার আগের দিনই ওনার সাথে কলকাতার প্রায় গোটা কুড়ি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছি। শুনে মনটা খারাপ হলেও স্যারের যে খুব খারাপ কিছু হতে পারে, তা কখনও মাথায় আসেনি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে ফোন করে কাউকে না পাওয়ায় উড়ো উড়ো মনে অফিস করে দিদি ও অন্যান্যরা সমেত আমরা ক্যালকাটা হসপিটালে গেলাম, দেখা করলাম। স্যার, বিছানায় শুয়ে শুয়েও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঐ দিনের গুরুত্বপূর্ণ সব ফাইলের খবরাখবর নিলেন।

কয়েকদিন পর নিজের গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করে বাড়ি ফিরে এসে আবার যখন অফিসে আসতে শুরু করেছেন, তার মধ্যেই হঠাৎ একদিন অফিসে একটু ভারি গলায় ইন্টারকমে ফোন করে আমায় ওনার ঘরে ডাকলেন। যাওয়ার পর স্যার আমায় বললেন — 'এই অধিকারে আমার আর কিছু দেওয়ার নেই না'? আমার কোন কিছু বলার আগেই উনি বলে ফেললেন — 'আমায় এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে'। শুনলাম, স্যার আমাদের অধিকার ছেড়ে পাশের জনশিক্ষা প্রসার অধিকারের অধিকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে চলে যাচ্ছেন। খবরটা শুনে নিজে যতটা না হতাশ হয়েছিলাম, আরও বেশি খারাপ লেগেছিল, স্যারের মুখে দিকে তাকিয়ে। চোখে মুখে কেমন একটা আকস্মিকতার ছাপ। বুঝেছিলাম, মন থেকে উনি এটা মেনে নিতে পারেননি। ঐদিনই বোধ হয় আমরা প্রথম, বিকাশ ভবন থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় কোনো কথাবার্তা না বলে গিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই একটা বাঁধা সুরের কেমন যেন ছন্দপতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কয়েকদিন পরেই বৌদির কাছে সেই মারাত্মক খবরটা পেলাম, স্যারের বায়োপ্সি রিপোর্টে ম্যালিগন্যান্সি ধরা পড়েছে। স্যারের ক্যান্সার, ফোর্থ স্টেজ। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার জন্য আপ্রাণ ব্যবস্থা করেছিলেন বৌদি। একদিকে বৌদি যখন কোথায় আরও ভালো চিকিৎসা করানোর জন্য যাবেন সে চিন্তায় ব্যস্ত, স্যার তখন ঐ শরীরেও জনশিক্ষা প্রসার অধিকার গোছানোর কাজে নিমগ্ন হচ্ছেন। শরীর তখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে, এতদিনের অবজ্ঞার। স্যারের তখন মিটিং এর পর মিটিং। ডাক্তার যখনই একটু আশার আলো শোনাচ্ছেন,

তখনই আবার বলছেন — 'এবার বোধ হয় আবার জেলায় যেতে পারবো, কি বলেন'?

অধিকার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকারের সমস্ত ব্যাপারেই প্রায় খোঁজ খবর রাখতেন। নিজের কাজ ও অসুখের জন্য প্রতিদিন না হলেও যখনই সুযোগ পেতেন, আমায় ডেকে নিতেন তাঁর গাড়িতে ফেরার জন্য। তখনও সেই সমস্ত বিষয়ের খোঁজ। একদিন বলে ফেলেছিলেন — 'খুব সুখে ছিলাম আপনাদের এখানে। এখানে এসে আপনাদের মিস করি খুব'। দিন দিন নিজের চোখে, কাছ থেকে দেখেছিলাম ভয়ানক এই অসুখের করালগ্রাসে কিভাবে স্যার তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। স্যারের রূপ বদলে যাচ্ছিল। তার সাথে চোখে মুখে প্রকাশ পেত শারীরিক কারণে কাজ না করতে পারার এক দুঃসহ জ্বালা। একদিন আমায় ধরলেন — 'আপনি আপনার বৌদিকে একটু বলুন না, আমাকে অফিসে রোজ আসতে দেওয়ার জন্য, সারাদিন কাজ করতে দিতে, আপনি বললে ও নিশ্চয়ই শুনবে'। শুনেছি শেষ দিকটায় যখন স্যারকে বাধ্য করা হত বাড়িতে বসে থাকার জন্য, যখন তিনি প্রায় সমস্ত খাবারও খেতে পারতেন না, বাড়িতে বৌদিকে বলতেন — 'এটা খেতে পারি, যদি এর বিনিময়ে আমায় অফিস নিয়ে যাও'। শরীরে বিকৃতি এসে গিয়েছিল, কথা জড়িয়ে গিয়েছিল, বাড়িতে বাধ্য হয়ে বসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নাকি বলতেন — 'অফিস, অফিস, আমায় অফিস নিয়ে চল'। অফিসে তাঁর জীবনের শেষ কর্মদিনের দৃশ্যটা এখনও আমার চোখে ভাসে। স্যারের মুখের কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। অফিসের কর্মীরা অনেকেই ছল ছল চোখে দাঁড়িয়ে, সমস্ত কাজ সাহেবের চোখের সামনে আনতে ভয় পাচ্ছেন, যাতে সাহেবের বেশি চিন্তা না হয়। স্যারের শরীরেরও টালমাটাল অবস্থা। জোর করে বাড়ির লোকজনকে বাধ্য করিয়ে স্যার অফিসে এসেছেন। সঙ্গে এসেছিলেন দু-তিনজন আত্মীয়, স্যারকে চোখে চোখে রাখার জন্য। খবরটা শুনে থাকতে না পেরে ছুটে গিয়েছিলাম স্যারের ঘরে। দেখলাম, স্যার নিজের টেবিলের কিছু জমে থাকা ফাইল প্রায় আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছেন। আত্মীয়রা, কর্মীরা সবাই যখন বলছে, আজ না, আজ থাক, ফাইলগুলি ঐভাবে জড়িয়ে ধরে জড়ানো স্বরে উনি বলে চলেছেন — 'না, না আমি — এগুলো - শেষ - করে - যাব'।

আমায় দেখে জড়ানো গলায় বললেন --- 'ভালো-আছেন? এদের-বলুন-না-আমায়-এগুলো-শেষ-করতে-দিতে'। গল্পে পড়েছিলাম। নিজের চোখকে সেদিন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে সবাই মিলে জোর করে সেদিন স্যারকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। প্রহর গুনতে শুরু করেছিলাম। যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হল। কয়েকদিনের মধ্যে সেই অভিশপ্ত খবরটা পেলাম — 'আপনাদের মণ্ডল সাহেব আর নেই। আপনজনকে ছেড়ে চলে গেছেন'।

১৬.১১.২০০৩ থেকে ২৮.০৩.২০০৬, অনেক মিনিট, অনেক ঘন্টা, দিন, মাস, স্যারের সাথে কাটিয়েছি। স্যারের সম্বন্ধে যা যা বললাম তা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমার আয়নায় স্যার আজও গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকারের সেই টগবগ করে ছোটা অফুরন্ত প্রাণময় মণ্ডল সাহেব, আমার লিডার, আমার কোচ। ওনার প্রয়াণের খবরে সাময়িকভাবে রাগে দুঃখে ঈশ্বরের উপরেও হয়তো অভিমান করেছি। এখন কিছুটা সড়গড়, মাঝে মাঝে খুব আনন্দও হয় এই ভেবে যে, এতদিন যে মানুষটাকে সবাই মিলে বলে বলেও একটু বিশ্রাম নেওয়াতে পারিনি, তিনি আজ নিশ্চয়ই পরম বিশ্রামে, শান্তিতে। কাছাকাছি না থাকলেও, অন্য অফিসে এলেও, আজও অফিসের সবকিছুতেই স্যারের ছোঁয়া পাই। মনে হয়, উনি যেন কানের কাছে বলেই চলেছেন — 'মান্না, তাড়াতাড়ি করুন, সময় বেশি নেই, মানুষ কিন্তু অনেককিছু আমাদের থেকে চায়, কত কিছু এখনও বাকি'। আর শুধু কান পেতে রই, এই বুঝি ইন্টারকমে আমায় বলে উঠবেন — 'কি মান্না, এবার উঠবেন তো'? আশা করবো না, ব্যতিক্রমী যে!

হঠাৎ দিদি পেছন থেকে এসে পিঠ চাপড়ে বললো — 'কিরে, চল, এবার যাই'। সম্বিত ফিরে পেলাম, বুঝলাম, ছুটির দিনের ভাতঘুমের বেশ একটা প্রক্সি হয়ে গেল। কিন্তু সেই সুযোগে, এই মন খারাপের ভিড়ে, অনেকগুলো ভালো লাগা পুরনো দিনকে একসাথে ফিরে ফেলাম, যার অভিজ্ঞতাই আলাদা। যাই হোক, এতক্ষণ এ তো গেল না হয় একটু অন্য মোড়কে আমার এক স্যারের স্মৃতিতর্পণ। অনেকেই হয়তো বলবেন, আমার আবেগ একটু বেশি। সব মেনে নিয়েই এবার আসি কিছু কাজের কথায়।

আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ার প্রথম দিন থেকেই একজন আদর্শ গ্রন্থাগারিক হওয়ার আবশ্যিক গুণ ও কর্তব্য

সম্বন্ধে কতকিছু পড়তে হয়, খ্যাতনামা সব শিক্ষকেরা কিনা পড়ান বা পড়িয়েছেন। অন্যদের সাথে অজয়বাবু, ভবানীবাবুরা তো এ নিয়ে রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে ফেলতেন। প্রথমদিকে পরীক্ষায় এ বিষয়ে একটা প্রশ্নও আসত। পরের দিকে আবার গ্রন্থাগারিকতা, আদৌ একটি বৃত্তি (Profession) কিনা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান একটি বৃত্তিগত পাঠক্রম (Professional course) কিনা, এ সম্বন্ধেও কম পড়াশুনো করতে হয়নি। বেশ মনে পড়ছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে এক আলোচনাসভায় বিজয়বাবু, মানে আমাদের BPM স্যার আর অধ্যাপক গনেশ ভট্টাচার্যের সেই যুগলবন্দির কথা। ধরে ধরে এর সমর্থনে কি অসাধারণ তাদের সেই ব্যাখ্যা। যাই হোক, এত কিছু পড়ে, এত কিছু জেনে, আমরা কোথাও একটি গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করি, গ্রন্থাগার পরিসেবা দেব বলে, আবার যোগদানের পরও নিজেদের পদোন্নতির জন্য কত রকমের ট্রেনিং, লেখালেখি, রিফ্রেসার কোর্স, ওরিয়েন্টেশন কোর্স ইত্যাদি কত কি করতে হয়! কিন্তু এতসব করে, এত মাইনের চাকরি নিয়ে, তার বিনিময়ে আজও আমরা অনেকে যে গ্রন্থাগার পরিসেবা দিই, তাতে কোথাও যেন আমাদের সেবার মানসিকতায় খামতি থেকে যায়। আমার এই স্যার, আমায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন কিছু না পড়ে, শুধুমাত্র গ্রন্থাগারকে ভালোবেসে, মানুষকে সাহায্য, মানুষকে পরিসেবা দেওয়ার উদগ্র বাসনায় তিনি আজও কেমন আমাদের অনেক তাবড় তাবড় গ্রন্থাগারিককেও ছাপিয়ে যান। নিজে একজন সিনিয়র WBCS (Executive) অফিসার হয়েও তাঁর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এত আকর্ষণ, এত ভালোবাসা, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কোনো রকম বৃত্তিগত শিক্ষা ছাড়াই বৃত্তি বা বৃত্তিকুশলী (Professional) হওয়ার জন্য যা যা গুণের সমাহার প্রয়োজন বলে আমাদের স্যারেরা শিখিয়েছিলেন, মণ্ডল স্যারের মধ্যে তা দেখেছিলাম। আমাদের মতো অনেক বৃত্তিকুশলীর কাছে তা সত্যিই শিক্ষণীয়। একই রকমের অভিজ্ঞতা আমার সেই এক কান্তাদিকে নিয়ে। এই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকারই আগের কোন একটি সংখ্যায় আমার আগের এক চাকরি, দার্জিলিং, লরেটো কলেজের গ্রন্থাগার সহকারি, কান্তাদির অনবদ্যভাবে গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছি, যিনিও কখনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়েননি। আমার সেই রচনাতেই উল্লেখ করেছি, আগের প্রেসিডেন্সি কলেজ গ্রন্থাগারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি হিসেবে কাজ করা মজিবর রহমানের কথা বা ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটে চাকরি করা লক্ষী মিত্রের নামও, যারাও প্রায় নিরক্ষর হয়ে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোনো কিছু না জেনে, একমাত্র গ্রন্থাগারকে ভালোবেসে, মানুষকে পরিসেবা দেওয়ার আনন্দে, শুধুমাত্র বইয়ের রং ও সাইজ দিয়ে কোন বই গ্রন্থাগারের কোথায়, কার কাছে কতদিন আছে, কবে ফেরত আসবে তা এক লহমায় বলে দিতে পারতেন। পড়াশুনো বা চাকরির সময়ের এরকম কমবেশি অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আছে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রেও এখনও এমন কিছু গ্রন্থাগার কর্মী ছিলেন বা আছেন, যাদের পরিসেবা দেওয়ার ধরণ ও আগ্রহ দেখলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যেত বা যায়। আজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এসেও আমার এক অভিজ্ঞতা। আজ যখন বিভিন্ন আলোচনাসভা, মিটিং-মিছিলে বলে বেড়াই যে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান না শিখলে গ্রন্থাগারিক হওয়া যায় না, বৃত্তিগত শিক্ষা না থাকলে বৃত্তিকুশলী হওয়া যায় না, তখন আমার এই স্যার বা কান্তাদি বা অন্যদের মতো এক একজন ভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ, কি করে এতগুলো গুণের অধিকারী হয়ে গ্রন্থাগার পরিসেবা দেন তা আমাকে অন্তত অবাক করিয়ে দেয়, লজ্জা পাইয়ে দেয় আজও। যাইহোক, এসব কথা বলে বা উল্লেখ করে, একটি গ্রন্থাগার ভালোভাবে চালাতে গেলে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়াশুনোর কোনো প্রয়োজন নেই, তা কিন্তু আমি কোনভাবেই বলতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি না, যা সত্যিও না। আজ, এই নতুন যুগের ভোরে, সত্যিই গ্রন্থাগার পরিসেবা মানে এখন আর শুধুমাত্র বই দেওয়া-নেওয়া না, আরও অনেক কিছু, যার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়াশুনো করতে হয়, অনেক জিনিস শিখতে, জানতে হয়। আসলে আমার বক্তব্য অন্য জায়গায়। অনেক দড়ি টানাটানি, লড়াই, আন্দোলনের ফল হিসেবে আজ আমরা, গ্রন্থাগারিকরা হয়তো সামাজিক পদমর্যাদা বা বেতন পেয়েছি বা পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের পরিসেবা দেওয়া নিয়ে আড়ালে আবডালে আজও নানা কুকথা শুনতে হয়, সামগ্রিকভাবে সত্যিই এখনও আমরা খুব একটা ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। এখন, বেশির ভাগ আমরা, কোনোমতে একটি সরকারি চাকরি পাওয়ার পর বড্ড বেশি নিজেকে নিয়ে, নিজের পাওনা-গন্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু এই বাজারে নেওয়ার পাশাপাশি দেওয়ার বিষয়ে আমরা বেশির ভাগই সচেতন না। অফিসে গিয়ে হুকুম করি, নিজে করে দেখাই না, জোর করে সম্মান আদায়ের চেষ্টা করি, কিন্তু বুঝি না, সম্মান

কেউ মুখ দেখে দেয় না, তা অর্জন করতে হয়। নিজের আচার-আচরণ, সংস্কার, কাজ-কর্ম এমন হবে, যা দেখে সমাজের লোকজন, অফিসের অধস্তন, আপনা আপনিই সম্মান করবেন। নিজের বৃত্তিকে সম্মান, শ্রদ্ধা না করলে, সে কাজে নিজে আনন্দ না পেলে, চাকরি করা যায়, রোজগার করা যায়, কিন্তু সম্মান পাওয়া যায় না। তাই গ্রন্থাগারিকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে কোনো চাকরিতে যোগদানের পর, অর্জিত বৃত্তিগত শিক্ষার সাথে নিজের সংস্কার-চিন্তা-বুদ্ধির মেলবন্ধন ঘটিয়ে, নিজের পদোন্নতি বা উন্নয়নের জন্য লেখালেখি ও পড়াশুনোর পাশাপাশি, বর্তমান বাজারে নিজের মাস-মাইনে ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধের নিরিখে যদি আমরা আরও একটু আন্তরিকভাবে, সাধারণের সেবার লক্ষ্যে, সত্যিই তাদের ভালো করার লক্ষ্যে, নিজেদের আরও একটু নিয়োজিত বা একাত্ম করতে পারি, তাহলে একদিন এ অবস্থার পরিবর্তন হবেই, এ আমার বিশ্বাস।

যাইহোক, আমার এ রচনার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা বা নিজের বৃত্তির সমালোচনা করাও না। বাংলা ভাষায় লেখা এ রচনাটি শুধুমাত্র একটি স্মৃতিরোমন্থনও না। ভবিষ্যতের গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের কাছে আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা হয়তো কোনো কাজে লাগতে পারে, তাই এই আবেদনও, বিশেষ করে আজ যখন আমাদের রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারে এক ঝাঁক সতেজ তরুণ-তরুণী যোগদান করতে চলেছে, এরকম একটা প্রেক্ষাপটে। ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির মানোন্নয়নে আমার এ রচনা হয়তো কোনোভাবে সাহায্য করলেও করতে পারে। নানাজনের কাছ থেকে পাওয়া এইরকম কিছু ভালো অভিজ্ঞতার উপর ভর করে আমরা সবাই মিলে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভবিষ্যতে যাতে আমাদের এই বৃত্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, যাতে আরও বেশি করে মানুষের প্রয়োজনে লাগতে পারি, এ তারই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

তথ্যসূত্র:

১. দেবব্রত মান্না। এক ব্যতিক্রমী বৃত্তিকুশলীর সাথে। পৃ. ১৭০-১৭৬ মধ্যে সুবর্ণ-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ : ১৯৫৬-২০০৫। শুভেন্দু বারিক, সম্পা.। জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা : বিদ্যানগর, ২০০৭।

।। সদ্য প্রকাশিত।।

“গ্রন্থাগার” পত্রিকা সম্মিলিত সূচি

ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার উৎপাদনশীলতা পরিমাপের জন্য ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের (IRINS) তথ্য পর্যালোচনা

অর্পিতা দত্ত (দে)*

গ্রন্থাগারিক, বিদ্যাসাগর কলেজ, ৩৯, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

১. ভূমিকা

ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক সিস্টেম (IRINS) হলো একটি ওয়েবভিত্তিক রিসার্চ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যাহা ইনফরমেশন অ্যান্ড লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক সেন্টার (INFLIBNET) এবং পঞ্জাব কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। এটি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ প্রদর্শন করে। এটি বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের নানাবিধ প্রতিবেদন তৈরিতে প্রভূত সাহায্য করে। প্রতিবেদনগুলির মধ্যে অন্যতম গবেষকদের বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা, সাইটেশন ও ইনডেক্স। এটি বিভিন্ন একাডেমিক পরিচয় যেমন SCOPUS ID, ORCID ID, Research ID, Microsoft Academic ID এবং Google Scholor ID প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিনিময় করে।

IRINS-এ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫৯টি অংশগ্রহণকারী শিক্ষা ও গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল একটি অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৫টি বিভাগ IRINS-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০০ অধ্যাপক রয়েছেন যার দ্বারা বোঝা যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনার সংখ্যা ও মান খুবই উন্নতমানের। এই গবেষণা পত্রটিতে IRINS এর তথ্যশালা থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫টি বিভাগের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত দিকগুলি এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য :

- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রকাশনা, তাহাদের সাইটেশন ও র‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা দশ অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের প্রকাশনা, সাইটেশন ও র‍্যাঙ্ক নির্ধারণ করা।

৩. পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সংগঠিত করার জন্য ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে IRINS এর ওয়েবসাইটটির (https://irins.org/irins/) পর্যালোচনা করা হয়েছিল। IRINS-এর ওয়েবসাইট থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫টি অংশগ্রহণকারী বিভাগের নাম সংগ্রহ করা হয়। এই ৫৫টি বিভাগের মোট ১০,১৬২টি প্রকাশনা রয়েছে।

এই গবেষণাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের এবং অধ্যাপকদের র‍্যাঙ্ক, সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্সের পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলি শতাংশ ও র‍্যাঙ্কের উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪. বিশ্লেষণ

সংগৃহিত তথ্যগুলি শতাংশ, গড় ও র‍্যাঙ্কের উপর ভিত্তি করে নানাবিধ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.১ বিভাগ ভিত্তিক প্রকাশনা

বিভাগ ভিত্তিক প্রকাশনাগুলি শতাংশ ও র‍্যাঙ্ক অনুযায়ি সারণি-১এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণি-১ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সকল বিভাগগুলির মধ্যে Chemistry বিভাগের সর্বাধিক ২,১৩১ সংখ্যক প্রকাশনা রয়েছে। এরপর যথাক্রমে Botany, Physics ও Computer Science and Engineering বিভাগের স্থান রয়েছে।

* দূরভাষ - ৯৮৩৬৪৫৯৫৩৮/৯০৬২৪৯২৭৩৮

সারণি ১

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	প্রকাশনা	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক
1	Agricultural Chemistry and Soil Science	2	0.02%	47
2	Agronomy	10	0.10%	42
3	Ancient Indian History and Culture	41	0.40%	30
4	Anthropology	122	1.20%	23
5	Applied Mathematics	394	3.88%	9
6	Applied Optics and Photonics	129	1.27%	22
7	Applied Physics	515	5.07%	6
8	Applied Psychology	32	0.31%	33
9	Archaeology	17	0.17%	38
10	Atmospheric Science	53	0.52%	27
11	Biochemistry	235	2.31%	13
12	Biophysics, Molecular Biology and Bioinformatics	147	1.45%	18
13	Biotechnology and Dr. B. C. Guha Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	39	0.38%	32
14	Botany	953	9.38%	2
15	Buddhist Studies	2	0.02%	47
16	Business Management	17	0.17%	38
17	Chemical Engineering	254	2.50%	12
18	Chemical Technology	423	4.16%	8
19	Chemistry	2131	20.97%	1
20	Commerce	84	0.83%	25
21	Computer Science and Engineering	616	6.06%	4
22	Economics	130	1.28%	21
23	Education	23	0.23%	36
24	Electronic Science	437	4.30%	7
25	Environmental Science	138	1.36%	20

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	প্রকাশনা	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক
26	Genetics	29	0.29%	34
27	Genetics and Plant Breeding	14	0.14%	41
28	Geography	58	0.57%	26
29	Geology	145	1.43%	19
30	Hindi	1	0.01%	48
31	History	7	0.07%	44
32	Home Science	52	0.51%	28
33	Horticulture	15	0.15%	40
34	Institute of Radio Physics and Electronic	195	1.92%	15
35	Islamic History and Culture	6	0.06%	45
36	Journalism and Mass Communication	5	0.05%	46
37	Jute and Fibre Technology	40	0.39%	31
38	Languages	2	0.02%	47
39	Law	16	0.16%	39
40	Library and Information Science	101	0.99%	24
41	Linguistics	1	0.01%	48
42	Marine Science	43	0.42%	29
43	Mathematics	148	1.46%	17
44	Microbiology	202	1.99%	14
45	Museology	6	0.06%	45
46	Philosophy	1	0.01%	48
47	Physics	735	7.23%	3
48	Physiology	368	3.62%	10
49	Political Science	21	0.21%	37
50	Polymer Science and Technology	256	2.52%	11
51	Psychology	17	0.17%	38

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	প্রকাশনা	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক
52	Sociology	9	0.09%	43
53	South and South East Asian Studies	26	0.26%	35
54	Statistics	180	1.77%	16
55	Zoology	519	5.11%	5
Total		**10162**		

৪.২ বিভিন্ন ধরনের সাইটেশন

বিভাগ ভিত্তিক বিভিন্ন সাইটেশন তথ্য ও এইচ-ইনডেক্স, শতাংশ ও র‍্যাঙ্ক অনুসারে সারণি-২ তে উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণি-২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে Chemistry বিভাগের সর্বাধিক সংখ্যক Scopus সাইটেশন, CROSS REF সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্স রয়েছে। যেখানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে Botany বিভাগ। সারণি-২ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Scopus সাইটেশন ও CROSS REF সাইটেশনের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ১,৩৯,৭৪২ ও ৯৭,২৯৯।

সারণি ২

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	**Scopus** সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	**CROSS REF** সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	এইচ-ইনডেক্স	র‍্যাঙ্ক
1	Agricultural Chemistry and Soil Science	0	0	48	0	0	46	0	31
2	Agronomy	23	0.02%	43	0	0	46	3	28
3	Ancient Indian History and Culture	294	0.21%	29	260	0.27%	25	10	23
4	Anthropology	1130	0.81%	21	467	0.48%	23	19	18
5	Applied Mathematics	3164	2.26%	12	2045	2.10%	12	26	13
6	Applied Optics and Photonics	422	0.30%	27	225	0.23%	27	11	22
7	Applied Physics	4945	3.54%	8	2612	2.68%	9	26	13
8	Applied Psychology	71	0.05%	37	18	0.02%	38	4	27
9	Archaeology	27	0.02%	41	10	0.01%	40	3	28
10	Atmospheric Science	299	0.21%	28	191	0.20%	28	10	23
11	Biochemistry	3484	2.49%	11	2396	2.46%	11	31	8
12	Biophysics, Molecular Biology and Bioinformatics	2022	1.45%	16	1264	1.30%	17	24	14

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	Scopus সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	CROSS REF সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	এইচ-ইনডেক্স	র‍্যাঙ্ক
13	Biotechnology and Dr. B. C. Guha Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	1080	0.77%	22	836	0.86	20	21	16
14	Botany	17277	12.36%	2	10608	10.90%	2	56	2
15	Buddhist Studies	1	0	47	1	0	45	1	30
16	Business Management	259	0.19%	30	140	0.14%	29	8	24
17	Chemical Engineering	4199	3.00%	9	2946	3.03%	8	28	11
18	Chemical Technology	5956	4.26%	6	4171	4.29%	6	35	7
19	Chemistry	44823	32.08%	1	35085	36.06%	1	82	1
20	Commerce	772	0.55%	24	62	0.06%	31	13	20
21	Computer Science and Engineering	2601	1.86%	14	1537	1.58%	14	23	15
22	Economics	1075	0.77%	23	740	0.76%	22	18	19
23	Education	116	0.08%	34	36	0.04%	35	3	28
24	Electronic Science	3740	2.68%	10	2527	2.60%	10	29	9
25	Environmental Science	2286	1.64%	15	1514	1.56%	15	27	12
26	Genetics	130	0.09%	32	68	0.07%	30	7	25
27	Genetics and Plant Breeding	128	0.09%	33	27	0.03%	37	4	27
28	Geography	431	0.33%	26	254	0.26%	26	10	23
29	Geology	1723	1.23%	17	1002	1.03%	18	21	16
30	Hindi	0	0	48	0	0	46	0	31
31	History	5	0	46	4	0	43	1	30
32	Home Science	537	0.38%	25	305	0.31%	24	12	21
33	Horticulature	43	0.03%	39	31	0.03%	36	4	27
34	Institute of Radio Physics and Electronic	1398	1.00%	19	923	0.95%	19	19	18
35	Islamic History and Culture	0	0	48	0	0	46	0	31
36	Journalism and Mass Communication	1	0	47	0	0	46	1	30
37	Jute and Fibre Technology	107	0.08%	35	55	0.06%	32	6	26
38	Languages	0	0	48	0	0	46	0	31

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	Scopus সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	CROSS REF সাইটেশন	শতাংশ	র‍্যাঙ্ক	এইচ-ইনডেক্স	র‍্যাঙ্ক
39	Law	0	0	48	0	0	46	0	31
40	Library and Information Science	38	0.03%	40	6	0.01%	41	4	27
41	Linguistics	5	0	46	1	0	45	1	30
42	Marine Science	1376	0.98%	20	772	0.79%	21	18	19
43	Mathematics	136	0.10%	31	51	0.05%	33	6	26
44	Microbiology	2752	1.97	13	1606	1.65%	13	29	10
45	Museology	11	0.01%	44	10	0.01%	40	2	29
46	Philosophy	1	0	47	0	0	46	1	30
47	Physics	10044	7.19	3	8158	8.38%	3	43	3
48	Physiology	7299	5.22%	4	4931	5.07%	4	39	5
49	Political Science	24	0.02%	42	5	0.01%	42	2	29
50	Polymer Science and Technology	5603	4.01%	7	4741	4.87%	5	40	4
51	Psychology	47	0.03%	38	38	0.04%	34	4	27
52	Sociology	8	0.01%	45	3	0	44	2	29
53	South and South East Asian Studies	79	0.06%	36	13	0.01%	39	3	28
54	Statistics	1696	1.21%	18	1366	1.40%	16	20	17
55	Zoology	6024	4.31%	5	3238	3.33%	7	37	6
Total		**139742**			**97299**				

৪.৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ অধ্যাপক, তাহাদের প্রকাশনা, সাইটেশন ও র‍্যাঙ্ক

সারণি-৩ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০ জন শীর্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকাকে তাহাদের প্রকাশনা, Scopus সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্স অনুসারে র‍্যাঙ্ক প্রদান করা হয়েছে। Chemistry বিভাগের ডঃ দেবাশিষ দাসের মোট ১,২০৯টি প্রকাশনা, ৪০,৪৬৫টি Scopus সাইটেশন ও ৯৭ এইচ-ইনডেক্স রয়েছে। সুতরাং তিনি সকল দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। আবার ঐ একই বিভাগের ডঃ আশুতোষ ঘোষ দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কারণ তাহার ৩০৭টি প্রকাশনা, ৭,৮৩৪টি Scopus সাইটেশন ও ৪৮ এইচ-ইনডেক্স রয়েছে। একইরকম ভাবে Botany বিভাগের ডঃ কৃষ্ণেন্দু আচার্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। সারণি-৩ থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে ১০ জন অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের মধ্যে ৭ জনই হলো Chemistry বিভাগের।

সারণি ৩

ক্রমিক সংখ্যা	অধ্যাপক	বিভাগ	প্রকাশনা		Scopus সাইটেশন		এইচ-ইনডেক্স	
			সংখ্যা	র‍্যাঙ্ক	সংখ্যা	র‍্যাঙ্ক	এইচ-ইনডেক্স	র‍্যাঙ্ক
1	Dr. Ashutosh Ghosh	Chemistry	307	2	7834	2	48	2
2	Dr. Chhanda Mukhopadhyay	Chemistry	137	5	2442	10	26	9
3	Dr. Debabrata Mandal	Chemistry	75	10	2599	9	27	8
4	Dr. Debasis Das	Chemistry	1209	1	40465	1	97	1
5	Dr. Dipendu Chatterjee	Anthropology	94	9	2646	8	31	7
6	Dr. Krishnendu Archarya	Botany	293	3	6139	3	40	3
7	Dr. Nikhil Guchhait	Chemistry	245	4	4816	4	37	4
8	Dr. Sasanka Sekhar Mohanta	Chemistry	122	6	3410	6	34	5
9	Dr. Smritimoy Pramanik	Chemistry	117	7	3661	5	27	8
10	Dr. Sudipta Ray	Botany	111	8	2763	7	32	6

৫. উপসংহার

গবেষণাধর্মী প্রকাশনা, বিভিন্ন ধরণের সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্স এই ধরণের ডেটাবেসগুলিকে একত্রীকরণ ও জনসমক্ষে আনার জন্য IRINS একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলির গবেষণার ফলাফল ও অধ্যাপকদের প্রোফাইল একত্রীকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এইগুলি প্রতিষ্ঠানটির স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে স্বীকৃতি ও মান আদায় করতে বিশেষ কার্যকারী হয়। কিন্তু এই একত্রীকরণের সময় প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। সে ক্ষেত্রে IRINS একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন বিভাগের এমনকি প্রতিটি অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের গবেষণায় উৎপাদনশীলতা সম্বন্ধিত তথ্য IRINS থেকে পাওয়া যেতে পারে।

এই গবেষণাটি থেকে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের এমনকি বিভিন্ন বিভাগের মোট প্রকাশনা, সাইটেশন ও র‍্যাঙ্ক খুঁজে পেয়েছি। এটা দেখা গেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের প্রকাশনা, সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্স, কলা ও মানবিক বিষয়ক অধ্যাপক / অধ্যাপিকাদের থেকে অনেক বেশি। একই রকম ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিভাগগুলির প্রকাশনা, সাইটেশন ও এইচ-ইনডেক্স, কলা ও মানবিক বিষয়ক বিভাগ গুলির থেকে অনেক বেশি।

গ্রন্থপঞ্জি:

- Balasubramani, J., Anbalagan, M., & Palavesam, K. (2019). An analysis of Indian Research

Information Network System (IRINS). Library Philosophy and Practice (e-journal).

https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2990.

- Chaman Sab, M., Dharani Kumar, P., & Biradar, B. S., (2019). Indian Research Information Network System (IRINS): An Overview. Library Philosophy and Practice (e-journal).

  https:///digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3018.

- Kannan, N., Kimidi, S., & Arora, J. (2018). Federated Research Profile Management for Researchers in India: Indian Research Information Network System (IRINS). INFLIBNET Newsletter, 25(3). 14-21.

  https://figshare.com/articles/Federated_Research_Profile_Management_for_Researchers_in_India_Indian_Research_Information_Network_System_IRINS_/12197850

- Tamizhchelvan, M., & Anbalagan, M. (2020). Indian Research Information Network System (IRINS): An Analysis of Faculty Profiles of The Gandhigram Rural Institute - Deeded to be University. Library Philosophy and Practice (e-journal).

  https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7854&context=libphilprac

।। সদ্য প্রকাশিত।।

Evolution of Resource Description

Ratna Bandopadhyay

Publisher : Bengal Library Association

Price : Rs. 380.00

পুস্তক পরিচয়

বইয়ের নাম ঃ বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও নবীনের যুক্তবেণী

গ্রন্থকার ঃ ভবানীচরণ দাশ

প্রকাশক ঃ চন্দননগর পুস্তকাগার, হুগলি

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

১) বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধকর রূপগুলির সমাহারে গ্রথিত গ্রন্থটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

২) প্রবন্ধ রচনাগুলিতে লেখকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়।

৩) কোনও মৌলিক গ্রন্থে একইসঙ্গে এতগুলি সাহিত্যরূপের প্রকাশ ঘটেনি। এই গ্রন্থে যা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৪) পুরাণ থেকে শুরু করে আধুনিক রোবট — যথার্থ ভাবেই যুক্তবেণী গড়ে তুলেছে গ্রন্থটি।

৫) প্রতিটি রচনার নামকরণ গ্রন্থটির পাতা ওল্টাতে বাধ্য করেছে।

৬) যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠককুল একইগ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান করেন তাঁদের কাছে এটি একটি সমৃদ্ধতর গ্রন্থ।

সোমনাথ ব্যানার্জী

গ্রন্থাগারিক দিবস, ২০২৪

আলোচ্য বিষয়

বিনোদনমূলক পাঠ কি শুধু সময়ের অপচয় ?

আয়োজক

ইয়াসলিক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি

তারিখঃ **১৮ অগস্ট, ২০২৪ (রবিবার)** *সময়ঃ* **সকাল ৯.০০টা-বিকাল ৩.০০টা**

স্থানঃ **শিবানন্দ সভাগৃহ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন, কলকাতা**

আলোচক

শ্রীমতি নন্দিতা বাগচী

বিশিষ্ট লেখিকা

অধ্যাপক অনিল আচার্য

বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশক

অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক

সঞ্চালক

ড. বিনোদ বিহারী দাস

প্রাক্তন মুখ্য গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ফর্ম

FORM - IV

(রুল - ৮ দ্রষ্টব্য)

(Vide Rule - 8)

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্রের (রেজিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল ঃ

১.	পত্রিকার নাম	ঃ	গ্রন্থাগার
২.	পত্রিকার ভাষা	ঃ	বাংলা-ইংরাজি
৩.	প্রকাশের স্থান	ঃ	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৪.	প্রকাশের কাল	ঃ	মাসিক
৫.	মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	গৌতম গোস্বামী, ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪
৬.	প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	ঐ
৭.	সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	ঃ	গৌতম গোস্বামী ভারতীয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম-৫২ কলকাতা - ৭০০ ০১৪

আমি, গৌতম গোস্বামী, ঘোষণা করছি যে উপরে বর্ণিত তথসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

০১/০৭/২০২৪

গৌতম গোস্বামী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে

GRANTHAGAR

Vol. 73 No - 5 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Burman Roy August, 2023

ENGLISH ABSTRACTS

by Saikat Kr. Giri

- **Health condition of public libraries in the state (Editorial), p.3-4**

  The editorial expresses its concern over the health condition of some of the public libraries in the state. The peril is described as threat not only to human lives but also valuable resources. It appeals to the concerned to pay proper attention to prevent all type of losses in this respect. Pleading for recruitment over four thousand vacancies in the libraries, it draws attention to the New Library Management Rule, where libraries will be run by some govt. officials, and opened two days in a week breaking the dreams of thousands of young professionals.

- **Searching of source of Rabindra Bhavan Library of Visvabharati by Sukumar Das, p.4-7**

  'Rabindra-Bhavana' (July 1942), now 'Bichitra' at Uttarayana Complex in Santiniketana, is an important component of Visva-Bharati. Poet's son Rathindranath Tagore is credited as one of the architects of the memorial. In the context, the narrator highlights the Museum's impressive collections of Tagore's belongings, books, manuscripts, photographs, correspondences, honours and addresses etc.

- **Is Uttarpara Joykrishna Pathagar: a heritage public library till be neglected now a day by Santasree Chatterjee, p.8-11**

  In the discussion on the promotion of book, library and librarian, the great importance of Jaykrishna Public Library is highlighted. Contextually, it also provides a set of thoughts and initiatives to have it declare Institute of National Importance considering its valuable treasure house, living history of literature and culture of Bengal.

- **Phanibhusan Roy Memorial Lecture: re-emerged and reviving of library: some thoughts by Sudhendu Bhusan Bandyopadhyay, p.12-15**

  Remembering many eventful experiences during student life and later in many professional discourses, the speaker pays respect to the memory of Phanibhusan Roy, known as P. B. Roy. He describes him as a true professional guide and expertise in the field of Library and Information Science. While discussing on library's objective, scope and utility in the society, he puts some remedial measures with a view to providing better services to meet the challenges of users' need in this respect.

- **List of participants present in 54th Bengal Library Conference, p.16-17**

  The Association publishes a list of district wise participants in the state, including Bangladesh present in the 54th BLA Conference, 2023.

- **Inaugural Session of 54th Bengal Library Conference, p.18-22**

  The 54th BLA Conference, 2023 is organised by BLA in collaboration with RRRLF at the Lokasanaskriti Bhavan, Panihati from February 24-26, 2023. The discussion focuses on West Bengal Public Library Act, 1979 with its multiple amendments, Library services during pandemic and post pandemic and Problems of different kinds of libraries and their workers. The event witnesses participation of many dignitaries, students, teachers, experts etc.

- **Library News. p.23-24**

  - Rambati Siddheswari Public Library of Burdwan (East) celebrated the birth anniversary of Rash Behari Bose on May 25, 2023. Reported by Basudeb Paul
  - Kumirkola Pyarimohan Rural Library, in collaboration with Paschim Banga Vigyan Mancha and Chhayanir, celebrated the World Environment Day on 5th June, 2023. Reported by Basudeb Paul

Pallishree Pathagar organised a cultural event to celebrate the lives of Rabindranath Tagore and Kazi Nazrul Islam on 4th June, 2023. Reported by Ashok Kumar Das

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করছে। সেই উপলক্ষে একটি বই প্রকাশের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা, পরিষদ এবং গ্রন্থাগারকে যারা ভালোবাসেন তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা/প্রবন্ধ পাঠান।

—ধন্যবাদান্তে

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- **ড: বিমলকান্তি সেন**
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- **প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।**
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY
ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 74 No. 4 Editor : Goutam Goswami Asst. editor : Shamik Barman Roy July 2024

CONTENTS

	Page
Librarians' Day, 2024 (Editorial)	**3**
Bholanath Samanta	**4**
Rabindranath Tagore's out-look about Library	
Debarata Manna	**7**
When the context is Professional education, Librariaship as a profession : discussion in the light of experience	
Arpita Dutta (De)	**15**
A study on Indian Research Information Network system (IRINS) for mapping the institutional research output database of University of calcutta	
Book review	**23**
FORM-IV	**24**
English Abstract (Vol-73, No.5; August 2023)	**25**

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Goutam Goswami 8334043952 (M)**